# ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিকট করতে কেন্দ্রের জোর উদ্যোগে ত্রিপুরা দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ব্যাপক সম্ভাবনা

**Centre laying stress upon closer ties with Bangladesh giving fillip to foreign trade via Tripura**

**|| তরুণ চক্রবর্তী ||**

কেন্দ্রীয় সরকারের বাস্তবমুখী বাণিজ্য নীতি উৎসাহিত করছে ত্রিপুরার আমদানি-রপ্তানিকারকদেরও। প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সম্প্রতিকালে আরও সুদৃঢ় হওয়ায় ত্রিপুরা দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়। এই আশাতে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাকিয়ে আছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৬ জুন বাংলাদেশ সফরের দিকে। তাঁদের আশা প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন ভারত সফর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা নেবে।

সম্প্রতিকালে সহজ হয়ে উঠছে ভারত-বাংলাদেশ আমদানি রপ্তানি প্রক্রিয়া। বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা মতো উভয় দেশের সরকার বেশ কিছু পণ্যের ওপর বিধিনিষেধ সরল করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে সীমান্ত বাণিজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে দেওয়া হয়েছে বাড়তি গুরুত্ব। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, এই প্রবাদটি মাথায় রেখে ঢাকা ও নয়াদিল্লি উভয়ই চাইছে বাণিজ্যের বহর বাড়াতে। নেওয়া হচ্ছে বেশ কিছু বাস্তবমুখী ইতিবাচক কূটনৈতিক ও বানিজ্যিক পদক্ষেপও। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হাত ধরে প্রান্তিক রাজ্যটির আরও উন্নয়নের সমভাবনাও দৃঢ় হতে শুরু করেছে ।

প্রসঙ্গত: ১৯৯৬ সাল থেকে ত্রিপুরা দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে বৈধ পথে আমদানি-রপ্তানির যাত্রা শুরু। গত দুদশকে বেড়েছে ব্যবসার বহর। মাঝে কিছুটা হোঁচট খেলেও গত অর্থ বছরে ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে বাণিজ্য বৃদ্ধির হার অনেকটাই বেশি। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ত্রিপুরা দিয়ে মোট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমান ছিল ৩৫৮ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এর পরিমান অনেক কম ছিল, মাত্র ২৩০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। শুধু আমদানি নয়, রপ্তানিও বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি । অর্থনীতি ও বানিজ্যের সাথে যুক্ত সংশ্লিস্ট লোকেরা আশা করছেন, চলতি আর্থিক বছর থেকে রেকর্ড পরিমান বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন ঢাকা সফর ভারত-বাংলা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়া মাইলস্টোনের সূচনা করবে।

এই মূহুর্তে খাতায়-কলমে রাজ্যে মোট ৮টি ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন বা এল সি এস চালু রয়েছে। তবে ধলাইঘাট এল সি এস দিয়ে বাংলাদেশে যাতায়াত করা গেলেও এটি দিয়ে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য এখনও শুরু হয়নি। ঠিক তেমনি সাব্রুমের আনন্দপাড়া এল সি এস-এর বিজ্ঞাপ্তি জারি হলেও এখনও কাজ শুরু হয়নি। ফলে আগরতলা সহ ছয়টি এল সি এস দিয়েই চলছে

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য। ইন্দো-বাংলা চেমবার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্টিজের ত্রিপুরা শাখার সভাপতি প্রশান্ত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন রাজ্যে প্রায় ২৫০ জন আমদানি রপ্তানিকারক রয়েছে। আর এই ব্যবসার মাধ্যমে হাজার খানেকের বেশি পরিবারের জীবিকা নির্বাহিত হয়। ফলে ব্যবসা বাড়লে তাঁরাও উপকৃত হবেন।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যের ৬টি এল সি এস দিয়েই এখন বাণিজ্য বাড়ছে। স্বাভাবিক কারণেই সবচেয়ে বেশি আমদানি-রপ্তানি হচ্ছে আগরতলা চেক পোস্ট দিয়ে। ২০১২ সালে আই সি পি-তে উন্নিত হওয়ায় পর থেকেই এর চেহারা বদলে যায়। প্রায় প্রতিদিন এখান ৭০ থেকে ৮০টি লরি ভর্তি মাল আমদানি রপ্তানি হয়। বাংলাদেশ থেকে সিমেন্ট ছাড়াও আসছে অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী। রপ্তানি হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী। সঙ্গে অল্প পরিমানে হলেও যাচ্ছে রাবার। ভবিষ্যতে রাবার রপ্তানির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা । অর্থনীতির অধ্যাপক ড: ইন্দ্রনীল ভৌমিকের মতে, রাজ্য থেকে রাবার রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাই লাভবান হবে ।

আগরতলার পরই ত্রিপুরার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ এল সি এস মুহুরিঘাট। ২০১১-১২ আর্থিক বছরে আগরতলা দিয়ে বাণিজ্যের পরিমান ছিল ২৪৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। আর মুহুরিঘাট দিয়ে এর পরিমান ৪৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। তারপর শ্রীনগর স্থল বন্দর। সেখানে বাণিজ্য হয়েছে ৩৯ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার। একই সময়ে মনুঘাট রাঘনাবাজার আর খোয়াই দিয়ে বাণিজ্যের পরিমান যথাক্রমে ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ ২ কোটি ৭ লক্ষ এবং ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা।

১৯৯৬ সালে ত্রিপুরায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমান ছিল মাত্র ৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। সে জায়গা থেকেই আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বছরে সাড়ে তিনশো কোটি টাকারও বেশি। বলা বাহুল্য, এই বৃদ্ধির হার ক্রমশ বাড়বে বলা যায়, বিশেষত বর্তমানে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে । এটা ভালো লক্ষণ যে, বর্তমান সময়ে বাড়তে শুরু করেছে রপ্তানির পরিমানও। ২০১২-১৩ থেকে কমতে শুরু করেছিল রপ্তানি পরিমান। কিন্তু গত আর্থিক বছরে তা আবার ঘুড়ে দাঁড়ায়। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে রপ্তানির পরিমান ছিল ৮৭ লক্ষ টাকা। ২০১০-১১ সালে সেটা বেড়ে রেকর্ড ১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার রেকর্ড স্পর্শ করে। কিন্তু পরে সেটা কমতে কমতে এসে দাঁড়ায় মাত্র ৪১ লক্ষ টাকার। কিন্তু গত আর্থিক বছরে ফের সেটা বাড়তে শুরু করেছে। ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে রপ্তানির পরিমান দাঁড়ায় ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা।

বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের স্বার্থে পরিকাঠামোর উন্নয়নেও গুরুত্ব আরোপ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সাম্প্রতিককালে স্থল বন্দর উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার খরচ করেছে প্রায় ২২ কোটি টাকা। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার যে সার্বিক উন্নয়নের ডাক দিয়েছে তার প্রভাব পড়ছে ইন্দো-বাংলা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নীতি ব্যবসায়ীদেরও উৎসাহিত করছে। খুলে দিচ্ছে বাণিজ্যের নতুন নতুন দুয়ার । ফলে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও সদর্থক ভূমিকা নিতে পারবে এই অঞ্চল দিয়ে শুরু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।